বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

প্রথম সংশোধনী ঃ ১৭/০৪/২০১৮ ইং

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ!

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১ঃ দলের নাম

দলের নাম হবে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন যার সংক্ষিপ্ত হবে এর ইংরেজী পূর্ণরুপের প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে বাংলায়- এনডিএম।

অনুচ্ছেন-২ঃ এনডিএম-এর উদ্দ্যেশ্য ঃ

(ক) মূলনীতি

(১) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

(২) ধর্মীয় মূল্যবোধ

(৩) স্বাধীনতার চেতনা

(৪) জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র

এই ৪টি অপরিবর্তনীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এনডিএম এর যাত্রা স্বপ্নের দেশ গড়তে এবং আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণ করতে।

(খ) আমাদের প্রতিশ্রুতিঃ

একটি সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মানে এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিচের প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়ন এনডিএম-এর অঙ্গীকার।

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

(২) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সংবিধান স্বীকৃত উপায়ে জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে ধারন করে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে বসবাসরত সব শ্রেণী-পেশা, ধর্ম, বর্ন ও গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনার অভিন্ন ধারনা সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তৈরী করা।

(৫) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(৬) সরকারের তিনটি অঙ্গের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং জনগনের কাছে জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরী করা।

(৭) জনগনের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং মহান সংবিধানের মূল চেতনা বিরোধী যেকোন কালো আইন বাতিল করা।

(৮) জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যমকে অদৃশ্য কালো হাতের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা।

(৯) প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক ও নিবর্তনমূলক যেকোন আইনের স্বীকার যেন কেউ না হয় তা নিশ্চিত করা।

(১০) ন্যায়নীতি, সততা ও সহমর্মিতাকে মৌলিক চারিত্রিক গুনাবলী হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি তৈরী করা যা আমাদের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকে ধারন করবে।

(১১) সুশাসন, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

(১২) সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চা করা এবং সব পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরী করা। স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে নাগরিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা। স্বচ্ছ, নিরেপেক্ষ এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে হওয়া নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহনে জনগনের ও গণমাধ্যমের অধিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

(১৩) সুযোগের সমঅধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য প্রতিযোগীতামূলক বাজারকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং বন্টন নিশ্চিত করা।

(১৪) মেধা এবং সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।

(১৫) আর্থিক প্রনোদনার মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি নির্ভর গ্রামীন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষন করা। সরকারী উদ্যোগ ও নজরদারি বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

(১৬) কর্মক্ষেত্রের অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জীবনধারন উপযোগী নূন্যতম মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন জীবনধারনের পরিবেশ তৈরী করা।

(১৭) কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করা।

(১৮) তারুন্যের ভাবনা অনুযায়ী তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে তরূন সমাজকে গরে তোলা।

(১৯) দূর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়োম বন্ধ করতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া এবং শাসনব্যবস্থায় জনগনের আস্থা অর্জন করা।

(২০) স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুলভে এবং সহজে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং অসহায় ও বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

(২১) নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যেকোন ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ করা।

(২২) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারনে বিশেষ প্রনোদনার ব্যবস্থা করা, চাদিহা এবং যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করতে অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে যথাসময়ে মানসম্পন্ন খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মজুদ নিশ্চিত করা। শিশুখাদ্যে ভেজালে সর্বচ্চোশাস্তির বিধানসহ খাদ্যপন্যে ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা।

(২৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মান করা। মহাসড়কে মৃত্যুর মিছিল বন্ধে ব্যবচ্ছেদ নির্মান, সড়ক প্রসস্তকরণ ও হাইওয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা। রেলপথ ও নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে যাত্রীবান্ধব করে সড়কপথের উপর চাপ কমানো এবং প্রতিযোগীতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।

অনুচ্ছেদ-৩ঃ এনডিএম-এর পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজের ন্যায় এনডিএম-এর পতাকার রং, তার ডানদিক থেকে বাম দিকে দুই-তৃতীয়াংশ সম্প্রসারিত চারটি লাল সরল রেখা এনডিএম-এর চারটি মূলনীতিকে উপস্থাপন করে। সব ধরনের প্রচার সামগ্রীতে এনডিএম-এর পতাকা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪ঃ এনডিএম এর সদস্যপদ

(ক) যোগ্যতা ঃ

১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সী বাংলাদশের যেকোন নাগরিক যারা এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২ কে ধারন করে তাঁরা নিচের শর্তসমূহ পূরন সাপেক্ষে এনডিএম-এর প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহন করতে পারবে-

(১) তিনি এমন কোন সংগঠনের সদস্য নয় যার লক্ষ্য, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি এনডিএম এর উদ্দ্যেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

(২) তিনি বাংলাদেশের অন্যকোন রাজনৈতিক দলের বর্তমান সদস্য নয়।

(খ) সদস্যের স্তর ঃ

দুই ধরনের সদস্য পদ থাকবে-

(১) প্রাথমিক সদস্য- অনুচ্ছেদ ৪(ক) অনুযায়ী যারা প্রাথমিক সদস্যপদ পূরন করে, নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করেছে

(২) পদপ্রাপ্ত সদস্য- প্রাথমিক সদস্য হিসাবে ৩০ দিন অতিবাহিত করেছে, অথবা কোন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য- এমন ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি দ্বারা নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে যেকোন পদে মনোনীত হতে পারে।

(গ) সদস্য লাভ প্রক্রিয়া ঃ

(১) অনুচ্ছেদ ৪(ক) এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে যেকেউ তাঁর নিজ জেলা/ বর্তমান কর্মস্থন/ব্যবসায়িক ঠিকানা অথবা অবস্থান অনুযায়ী এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, কেউ এক সাথে একের অধিক স্থান/ কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

(২) পদপ্রাপ্ত কোন সদস্য তাঁর বর্তমান আবাসস্থলের ঠিকান পরিবর্তন করলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(৩) যেকোন নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার এনডিএম এর সদস্যপদ গ্রহন কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

(ঘ) সদস্যপদ রহিতকরন ঃ

নিম্নলিখিত কারনে যেকোন ব্যক্তির এনডিএম এর সদস্যপদ রহিত হয়ে যাবে।

(১) মৃত্যু

(২) পদত্যাগ- পদপ্রাপ্ত যেকোন সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির নিকট লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিলে; দলের যেকোন কমিটির সভাপতি/সাধারন সম্পাদক এবং জাতীয় নির্বাহী পরিষদের যেকোন স্তরের সদস্য দলের চেয়ারম্যানে নিকট লিখিত আবেদন পত্র জমা দিলে

(৩) বহিষ্কার/প্রত্যাহার- এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী

(৪) সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা প্রদান না করলে

(৫) অন্যকোন রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান করলে

অনুচ্ছেদ-৫ঃ এনডিএম এর সাংগঠনিক কাঠামো

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে এনডিএম এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরুপঃ

(১) ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি

(২) উপজেলা/ থানা কমিটি

(৩) পৌরসভা কমিটি

(৪) জেলা কমিটি

(৫) পৌর/মহানগর ওয়ার্ড কমিটি

(৬) পৌর/মহানগর কমিটি

(খ) জাতীয় পর্যায়ে এনডিএম এর কমিটি

(১) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ

(১.১) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

(১.২) উচ্চ পরিষদ

(২) জাতীয় কাউন্সিল

(৩) সংসদীয় বোর্ড

(৪) সংসদীয় দল

(৫) উপদেষ্টা পরিষদ

অনুচ্ছেদ-৬ঃ স্থানীয় কমিটি

১। ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটিঃ

(ক) একটি ইউনিয়ন ওয়ার্ডের অধীনে নূন্যতম ১০১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

মাধ্যমে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৩১

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির অধীনে প্রতিটি ইউনিয়িন ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) ইউনিয়িন ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়িন ওয়ার্ড কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) ইউনিয়ন ওয়াডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১)সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ওয়ার্ড কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(২) ইউনিয়ন কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি ১০ (দশ) জন করে সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২
সাংগঠনিক সম্পাদক	২
কোষাধ্যক্ষ	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৪০

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) উপজেলা কমিটির অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটি থাকবে এবং ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ ইউনিয়ন কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়ন কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) ইউনিয়ন কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১)সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা

নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ইউনিয়ন কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে ইউনিয়ন কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) উপজেলা কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটি ১৫ (পনের) জন করে সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	৫
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
প্রচার সম্পাদক	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৫৭

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) জেলা কমিটির অধীনে প্রতিটি উপজেলা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ উপজেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়িন কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) উপজেলা কমিটি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে ইউনিয়ন কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে। (৩) সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রাইমারী আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারী ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি উপজেলা কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে উপজেলা কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) পৌর ওয়ার্ড কমিটিঃ

(ক) একটি পৌর ওয়ার্ড কমিটির অধীনে নূন্যতম ১০১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পৌর ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৩১

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির অধীনে প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) পৌর ওয়ার্ড কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) পৌর ওয়ার্ডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১)সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ওয়ার্ড কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে পৌর ওয়ার্ড কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) পৌরসভা কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড কমিটি ১৫ (পনের) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	৫
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
প্রচার সম্পাদক	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৫৭

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) জেলা কমিটির অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পৌরসভা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ পৌরসভা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) পৌরসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) পৌরসভা কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) পৌরসভা কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে পৌরসভা ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১)সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করতে পারবে। পারবে। (৩)সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় প্রাইমারী আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারী ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি পৌরসভা কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে পৌরসভা কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) জেলা কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি পৌরসভা কমিটি এবং প্রতিটি উপজেলা কমিটি সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ ২০ (বিশ) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	৫
সাংগঠনিক সম্পাদক	২
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
প্রচার সম্পাদক	১
যুগ্ম প্রচার সম্পাদক	১
দপ্তর সম্পাদক	১
যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	১
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১
ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৮০

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অধীনে প্রতিটি জেলা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর দলের মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে দলীয় মহাসচিব পূর্নাঙ্গ জেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) জেলা কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে দলের মহাসচিবের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) যদি জেলা কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ঞ) ২০২০ সালের মধ্যে পৌরসভা কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) মহানগর ওয়ার্ড কমিটি ঃ

(ক) একটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটির অধীনে নূন্যতম ১৫১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মহানগর ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৪০

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) মহানগর ওয়ার্ডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১)সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট থানা কমিটির সভাপতি মহানগর কমিটিকে ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে পৌর ওয়ার্ড কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) মহানগর থানা কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি সভপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ ১৫ (পনের) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মহানগর থানা কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	৫
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
কোষাধ্যক্ষ	১
প্রচার সম্পাদক	১
দপ্তর সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৫৭

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর থানা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর পূর্নাঙ্গ মহানগর থানা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) মহানগর থানা কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) মহানগর থানা কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারীর আয়োজন করতে পারবে যেখানে মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারী আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (২) প্রাইমারীতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোন প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।(৩) সংশ্লিষ্ট মহানগরে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা প্রাইমারী আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারী ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি মহানগর থানা কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) ২০২০ সালের মধ্যে মহানগর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) মহানগর কমিটিঃ

(ক) প্রতিটি মহানগর থানা কমিটি সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ ২০ (বিশ) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরুপঃ

সভাপতি	১
সহ-সভাপতি	৩
সাধারন সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	৫
সাংগঠনিক সম্পাদক	১
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	২
কোষাধ্যক্ষ	১
প্রচার সম্পাদক	১
যুগ্ম প্রচার সম্পাদক	১
দপ্তর সম্পাদক	১
যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	১
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১
ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক	১
নির্বাহী সদস্য	৮০

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর দলের মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে দলীয় মহাসচিব পূর্নাঙ্গ জেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষনা করবে।

(ঙ) মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবে।

(চ) মহানগর কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারন সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে দলের মহাসচিবের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) যদি মহানগর কমিটি কোন কারনে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ঞ) ২০২০ সালের মধ্যে মহানগর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭ঃ জাতীয় নির্বাহী পরিষদ

(১) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিঃ

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দলের সর্বচ্চো কার্যকারী পরিষদ হিসাবে থাকবে যার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ২১৩ জন। জাতীয় পর্যায়ে এনডিএম এর সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচলানা, জনসংযোগ এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষন হবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এখতিয়ার।

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃত্বে থাকবে দলের মহাসচিব।

(গ) এই কমিটিতে সদস্য হিসাবে থাকবে দলের সব জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং এনডিএম এর সব অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সব সদস্যকে নিয়মিত দলীয় কর্মকান্ড পরিচলানয় অংশ নিতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দলের উচ্চ পরিষদের নির্দেশনাক্রমে জাতীয় ইস্যুতে দলীয় কর্মসূচী গ্রহন এবং বাস্তবায়ন করবে।

(চ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সব সদস্য তাঁদের প্রতিটি কর্মকান্ড সম্পর্কে দলের মহাসচিবকে প্রতি মাসে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবে।

(ছ) যাঁদের নিয়ে এই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে- যুগ্ম মহাসচিব (১৯ জন), সাংগঠনিক সম্পাদক (৩৮ জন), বিভাগীয় সম্পাদক (২৩ জন), যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক (৩৮ জন), যুগ্ম বিভাগীয় সম্পাদক (২৩ জন) এবং নির্বাহী সদস্য (৭১ জন)।

(ছ-১) যুগ্ম মহাসিচব (১৯ জন) সরাসরি মহাসচিবকে সামগ্রিক দলীয় কর্মকান্ড পরিচলানায় সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যকে নিজ অঞ্চলে দলীয় কর্মকান্ড পরিচলানা, জনসংযোগ এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবেন।

(ছ-২)ঃ সাংগঠনিক সম্পাদক (৩৮জন)

(ছ-২.১)ঃ সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ সংসদীয় আসন ভিত্তিক নির্ধারিত তাঁদের নিজস্ব এলাকায় দলীয় কর্মকান্ড পরিচলানা, জনসংযোগ এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যুগ্ম মহাসচিবকে সহযোগিতা করবেন।

(ছ-২.২)ঃ একজন যুগ্ম মহাচিবের অধীনে থাকা সকল সংসদীয় আসনের জন্য ২ (দুই) জন করে সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

(ছ-৩)ঃ বিভাগীয় সম্পাদক (২৩ জন)

(ছ-৩.১)ঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে দলীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ মনোনীত হবেন।

১। কোষাধ্যক্ষ

২। জনসংযোগ

৩। দপ্তর

৪। তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

৫। আইন

৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

৭। তথ্য ও গবেষনা

৮। কর্মসূচী ও প্রচার

৯। শ্রম

১০। ছাত্র

১১। যুব

১২। ধর্ম

১৩। মহিলা

১৪। সংখ্যালঘু

১৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৬। শিক্ষা ও প্রকাশনা

১৭। এনজিও ও সমবায়

১৮। সমাজ কল্যান

১৯। কৃষি

২০।পেশাজীবি সম্পর্ক উন্নয়ন

২১। সংস্কৃতি

২২। ক্রীড়া

২৩। মুক্তিযুদ্ধ

(ছ-৩.৩)ঃ প্রয়োজন অনুসারে ভাইস-চেয়ারম্যানদের নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

(ছ-৪)ঃ যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদকঃ (৩৮ জন)

(ছ-৪.১)ঃ যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ সংসদীয় আসন ভিত্তিক নির্ধারিত তাঁদের নিজস্ব এলাকায় দলীয় কর্মকান্ড পরিচলানা, জনসংযোগ এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং যুগ্ম মহাসচিবকে সহযোগিতা করবেন।

(ছ-৫)ঃ যুগ্ম বিভাগীয় সম্পাদকঃ (২৩ জন)

(ছ-৫.১)ঃ নির্ধারিত বিষয়ে দলীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দকে সহযোগিতা করবেন।

২। উচ্চ পরিষদ ঃ

(ক) উচ্চ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৪৪ জন। এই পরিষদই দলের সর্বচ্চো নীতি-নির্ধারনী ও নিয়ন্ত্রক পরিষদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(খ) এই পরিষদ দলীয় গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

(গ) উচ্চ পরিষদের সভাপতি হবেন দলের মাননীয় চেয়ারম্যান।

(ঘ) যেভাবে উচ্চ পরিষদ গঠিত হবে-

(ঘ-১) এনডিএম চেয়ারম্যান

(ঘ-২) উচ্চ পরিষদ সদস্য (২১ জন)

- দলের সর্বচ্চো নীতি-নির্ধারনী পরিষদের সদস্য হিসাবে দলীয় আদর্শ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

(ঘ-৩) ভাইস-চেয়ারম্যান (২১ জন)

(১) প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান

(২) ভাইস চেয়ারম্যান (পররাষ্ট্র)

(৩) ভাইস চেয়ারম্যান (অর্থ)

(৪) ভাইস চেয়ারম্যান (আইন)

(৫) ভাইস চেয়ারম্যান (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)

(৬) ভাইস চেয়ারম্যান (স্বরাষ্ট্র)

(৭) ভাইস চেয়ারম্যান (শিল্প ও বানিজ্য)

(৮) ভাইস চেয়ারম্যান (শ্রম ও প্রবাসী কল্যান ও কর্মসংস্থান)

(৯) ভাইস চেয়ারম্যান (কৃষি)

(১০) ভাইস চেয়ারম্যান (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা)

(১১) ভাইস চেয়ারম্যান (গৃহায়ন ও গণপূর্ত)

(১২) ভাইস চেয়ারম্যান (সড়ক পরিবহন ও সেতু)

(১৩) ভাইস চেয়ারম্যান (বিদ্যুত, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ)

(১৪) ভাইস চেয়ারম্যান (শিক্ষা)

(১৫) ভাইস চেয়ারম্যান (পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন)

(১৬) ভাইস চেয়ারম্যান (তথ্য ও সংস্কৃতি)

(১৭) ভাইস চেয়ারম্যান (মুক্তিযুদ্ধ)

(১৮) ভাইস চেয়ারম্যান (বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

(১৯) ভাইস চেয়ারম্যান (পানি সম্পদ)

(২০) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা ও শিশু বিষয়ক)

(২১) ভাইস চেয়ারম্যান (ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক)

(ঙ) উচ্চ পরিষদের যেকোন সভা আহ্ববান করার ক্ষমতা এনডিএম চেয়ারম্যানের।

(অনুচ্ছেদ-১৪ অনুযায়ী বিশেষ অবস্থা ব্যাতীত)

(চ) এনডিএম এর মহাচিবের উচ্চ পরিষদের একটি সংরক্ষিত আসন এবং ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে।

(ছ) উচ্চ পরিষদের সভা আহ্ববানের জন্য কোরাম পূর্ণ হতে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য উপস্থিতিত থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ-১৪ অনুযায়ী বিশেষ

অবস্থায় দলীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে ৬ (জ) জন উচ্চ পরিষদ সদস্য এবং ৫ (পাঁচ) জন ভাইস চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সভা হতে পারে।

(ঝ) উচ্চ পরিষদের যেকোন সিদ্ধান্ত রদ করতে এনডিএম চেয়ারম্যানের ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে তবে শর্ত থাকে যে উচ্চ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য হবে না।

অনুচ্ছেদ-৯ঃ জাতীয় কাউন্সিল

(ক) এনডিএম এর যেকোন কর্মকান্ড এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচারক হলো জাতীয় কাউন্সিল ।

(খ) নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের পর থেকে প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) এনডিএম চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে দলের মহাসচিব দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সকল আয়োজন সম্পন্ন করবেন।

(ঘ) জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার চূড়ান্ত তারিখের নূন্যতম ৬ (ছয়) মাস পূর্বে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দিতে হবে।

(ঙ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(চ) জাতীয় কাউন্সিলের কাউন্সিলরবৃন্দ-

(১) সকল ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি এবং মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক।

(২) সকল ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা কমিটি, পৌর কমিটি এবং মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক।

(৩) সকল মহানগর এবং জেলা কমিটির সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক।

(৪) মহানগর এবং জেলা কমিটির ২৫ জন করে অতিরিক্ত সদস্য যা সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার দিন নির্বাচিত হবে যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

(৫) এনডিএম এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক।

(৬) এনডিএম এর সকল অঙ্গ সংগঠন থেকে অতিরিক্ত ২৫ (পচিশ) জন করে সদস্য যা সংশি-ষ্ট কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার দিন নির্বাচিত হবে যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১০ঃ সংসদীয় বোর্ড

(ক) এনডিএম চেয়ারম্যান এবং জাতীয় নির্বাহী পরিষদ থেকে ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংসদীয় বোর্ড গঠিত হবে।

(খ) এনডিএম চেয়াম্যান এই বোর্ডের সভাপতি এবং দলীয় মহাসচিব এই বোর্ডের সাধারন সম্পাদক হবে।

(গ) এই বোর্ডের নূন্যতম অর্ধেক সদস্য উচ্চ পরিষদ থেকে মনোনীত হবে, অন্য সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি থেকে এনডিএম চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবে।

(ঘ) সংসদীয় বোর্ড জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করবে।

(১) এই বোর্ড উপজেলা এবং মহানগর পর্যায়ে দলীয় প্রাইমারীর ফলাফল পর্যালোচনা করবে।

(২) কোন প্রার্থীর দলীয় প্রাইমারীতে পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে সংসদীয় বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

(৩) নৈতিক স্খলন অথবা দলের জন্য পরিষ্কার হুমকি হিসাবে কোন প্রার্থী বিবেচিত হলে সংসদীয় বোর্ড দলীয় প্রাইমারীর ফলাফল রহিত করার ক্ষমতা সংরক্ষন করে এবং তবে শর্ত থাকে যে, এর পূর্ন ব্যাখা লিখিত আকারে প্রাইমারী অনুষ্ঠিতকারী কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

(ঙ) কোন প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতার ক্ষেত্রে এনডিএম চেয়ারম্যানের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(চ) যেকোন সিদ্ধান্ত রদ করতে এনডিএম চেয়ারম্যানের ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে তবে শর্ত থাকে যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য হবে না।

(ছ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর এই বোর্ড সংসদীয় দলের সকল কর্মকান্ড পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষন করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারবে। দলীয় সংসদ সদস্যের আচারনবিধি বিরোধী যেকোন কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ রাখার ক্ষমতা এই বোর্ড সংরক্ষন করে।

অনুচ্ছেদ-১১ঃ সংসদীয় দল

(ক) জাতীয় সংসদে এনডিএম এর সদস্যদের নিয়ে এই দল গঠিত হবে।

(খ) সংসদীয় বোর্ডের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সংসদ নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ এবং অন্যান্য হুইপ নির্বাচন করবে।

(গ) সংসদী বোর্ড এবং সংসদীয় দলের সম্মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এনডিএম চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রতিপালিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১২ঃ উপদেষ্টা পরিষদ এবং এনডিএম অঙ্গ সংগঠন

(ক) বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এনডিএম এর উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

(১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এনডিএম চেয়ারম্যান দলের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দিবেন যারা উচ্চ পরিষদের সহোযোগী হিসাবে কাজ করবেন।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এনডিএম চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে উচ্চ পরিষদের সভায় অংশ নিতে পারবে কিন্তু তাঁদের কোন ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে না।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ দলের উচ্চ পরিষদের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কাউন্সিলর হিসাবে জাতীয় কাউন্সিলে অংশ নিতে পারবে।

(খ) বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের মধ্যে এনডিএম এর বার্তা এবং আদর্শ বিস্তার লাভ করানোর জন্য The Representation of the People Order, ১৯৭২ এর Article 90B(1) (b) (iii) অনুযায়ী শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ৭টি দলীয় অঙ্গসংগঠন থাকবে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর পরিপন্থী কোন সংগঠন এনডিএম এর অঙ্গসংগঠনের মর্যাদা পাবে না। এসব অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি মূলদলের জেলা কমিটির মর্যাদাসম্পন্ন হবে।

(১) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন

(২) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন

(৩) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সমবায় আন্দোলন

(৪) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক কৃষক আন্দোলন

(৫) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ওলামা আন্দোলন

(৬) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন

(৭) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক মুক্তিযোদ্ধা আন্দোলন

অনুচ্ছেদ-১৩ঃ এনডিএম তহবিল

(ক) তহবিল সংগ্রহঃ

(১) সদস্যপদ ফি, অনুদান/চাঁদা, দলীয় প্রকাশনা ও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে দলীয় তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কমিটির কোষাধ্যক্ষ অথবা তাঁর পক্ষে মনোনীত কেউ এই তহবিল সংরক্ষনের এখতিয়াত রাখে।

(খ) অনুদান এবং সদস্যপদ গ্রহন ফিঃ

(১) সাদারন সদস্যদের জন্য বাৎসরিক ১০০ টাকা।

(২) কোন কমিটির পদ প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য সেই কমিটির পূর্ণ মেয়াদের জন্য এককালানী প্রদত্ত অর্থ-

(খ-১)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির নির্বাহী সদস্যদের জন্য ৩০০ টাকা।

(খ-২)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ৫০০ টাকা।

(খ-৩)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-৪)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, নির্বাহী সদস্যদের জন্য ৫০০ টাকা।

(খ-৫)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-৬)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-৭)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটি নির্বাহী সদস্যসের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-৮)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটি নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-৯)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটির সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদকের জন্য ২০০০ টাকা।

(খ-১০)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্যের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-১১)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ২০০০ টাকা।

(খ-১২)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের জন্য যথাক্রমে ৫০০০ টাকা ও ৩৫০০ টাকা।

(খ-১৩)ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের জন্য ৫০০০ টাকা।

(খ-১৪)ঃ উচ্চ পরিষদের সকল সদস্যের জন্য ১০০০০ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১৪ঃ কমিটির বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন সদস্য যেকোন ধরনের কমিটি মিলিয়ে সর্বচ্চো ২টি পদে থাকতে পারবে।

১। চেয়ারম্যান ঃ

(ক) এনডিএম এর ব্রান্ড হবেন চেয়ারম্যান (সবধরনের প্রচার সামগ্রীতে এনডিএম এর চেয়ারম্যানের ছবি থাকতে হবে)।

(খ) এনডিএম এর অভিভাবক হবেন চেয়ারম্যান।

(গ) চেয়ারম্যানের নূন্যতম বয়স হবে ৩৫ বছর।

(ঘ) যেকোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে।

(ঙ) জরুরী অবস্থায় অথবা বিশেষ প্রয়োজনে দলের স্বার্থে মূলনীতি পরিপন্থী নয় এমন যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তবে শর্ত থেকে যে পরবর্তী কাউন্সিলে তা অনুমোদিত হতে হবে।

(চ) উচ্চ পরিষদ ব্যতীত দলের যেকোন কমিটি বাতিল করার ক্ষমতা চেয়ারম্যান সংরক্ষন করেন।

(ছ) উচ্চ পরিষদের নতুন সদস্য মনোনীত করতে পারবে।

(জ) জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে কাউন্সিলরদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে বর্তমান চেয়ারম্যানকে অপসারন করা যাবে।

বিশেষ সহকারী ঃ

(ক) এনডিএম চেয়ারম্যান দলের সকল কর্মকান্ডে তাঁকে সহযোগিতার জন্য বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেবার ক্ষমতা সংরক্ষন করেন।

(খ) বিশেষ সহকারীর সংখ্যা এবং পদমর্যাদা এনডিএম চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হবে তবে এই সংখ্যা ৭ (সাত) এর অধিক হবে না এবং পদমর্যাদা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উপরে অথবা নিচে হবে না।

(গ) দলীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদক্রমে তাঁর সহযোগিতার জন্য বিশেষ সহকারীবৃন্দ উচ্চ পরিষদের সভায় অংশগ্রহন করতে পারবে তবে কোন ভেটো প্রদান অথবা মতামত প্রদান করতে পারবে না।

২। উচ্চ পরিষদ ঃ

উচ্চ পরিষদ সদস্য ঃ

(ক) উচ্চ পরিষদ সদস্যবৃন্দ এনডিএম এর সর্বচ্চো নীতি-নির্ধারনী পরিষদের সদস্য হবেন।

(খ) উচ্চ পরিষদের সদস্যদের কোন নির্ধারিত দায়িত্ব থাকবে না তবে এনডিএম এর অভিভাবক হিসাবে দলীয় সকল কর্মকান্ড পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন এবং দলের অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র চর্চা নিশ্চিত করবেন।

ভাইস চেয়ারম্যান ঃ

(ক) এনডিএম এর ভাইস চেয়ারম্যান পরিষদ ছায়া মন্ত্রীসভা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(খ) ১নং ভাইস চেয়ারম্যান এই ছায়া মন্ত্রীসভার উপনেতা হবেন।

(গ) ১নং ভাইস চেয়ারম্যান এনডিএম চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত অথবা মৌখিক অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ অবস্থায় ১নং ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

(ঙ) চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ১নং ভাইস চেয়ারম্যান দলের সকল কর্মকান্ড পরিচলানা করবেন যা পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের প্রত্যাবর্তনের পর অনুমোদিত হতে হবে।

৩। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ঃ

মহাসচিব ঃ

(ক) নূন্যতম বয়স হবে ৩৫ বছর।

(খ) যেকোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/সমমান হতে স্নাতোকত্তোর/সমমান ডিগ্রী অথবা মাঠ পর্যায়ে রাজনীতিতে অন্তত ২০ বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য অথবা যেকোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তত একবার বিজয়ী, অথবা যেকোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তত মোট প্রদত্ত ভোটের ১১ শতাংশ পেয়ে থাকলে এবং একই সাথে স্নাতক/সমমান ডিগ্রীর অধিকারী হলে সে এই পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবে।

(গ) তৃনমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে দলের সাংগঠনিক সকল কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

(ঘ) দলের উচ্চ পরিষদে একটি সংরক্ষিত আসনসহ ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) দলীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা পরিচালনা করবে।

(চ) দলীয় চেয়ারম্যান এবং উচ্চ পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

(ছ) রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে দলের পক্ষ থেকে সবধরনের প্রতিবেদন জমা দিবে।

(জ) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোন ধরনের কার্য নির্বাহী কমিটি অথবা উপ-কমিটি গঠন করার ক্ষমতা থাকবে।

(ঝ) মহাসচিবের অনুপস্থতি অথবা অব্যাহতিতে দলের চেয়ারম্যান যুগ্ম মহাসচিবদের মধ্য থেকে চলতি দায়িত্ব হিসাবে যেকাউকে মহাসচিব হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবে।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) দলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করবে।

(খ) অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা দলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাবের বাৎসরিক প্রতিবেদন দলের চেয়ারম্যান ও নির্বাচন কমিশনে দাখিল করবে।

(গ) দলের উচ্চ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ গ্রহন/নবায়ন ফি জমা নিশ্চিত করবে।

(ঘ) দলের চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে দলীয় তহবিল পরিচালনা করবে।

৪। স্থানীয় কমিটিঃ

সভাপতি ঃ

(ক) কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক কমিটির বিভিন্ন পদে এবং নির্বাহী সদস্যেদের মনোনীত করবেন।

(গ) কমিটির সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করবেন।

(ঘ) এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখ নির্ধারন করবেন।

(ঙ) তাঁর কমিটির অধীনে থাকা কমিটি সমূহের সভাপতি/ আহ্বায়ক মনোনীত করবেন।

(চ) কর্মী সম্মেলন ও রাজনৈতিক পাঠচক্রের আয়োজন করবেন।

(ছ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবধরনের দলীয় কর্মসূচী তাঁর আয়াত্বাধীন এলাকায় বাস্তবায়ন করবেন।

আহ্বায়ক ঃ

(ক) আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ করবেন।

(খ) আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করার মত দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য সম্মেলন আয়োজন করবেন।

সাধারন সম্পাদক ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতিকে সকল সাংগঠনিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করবেন।

(খ) কমিটির সভার বিবরনী সংরক্ষন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৫ঃ আচরণবিধি

(ক) এনডিএম এর সকল সদস্য, উপদেষ্টামন্ডলী এবং চেয়ারম্যানের বিশেষ সহকারীবৃন্দ এই আচারণবিধি মেনে চলবে।

১। নৈতিক স্খলনজনিত কোন কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া যাবে না। এমন কোন কর্মকান্ডে জড়িত থাকা যাবে না যা দলের ভাবমূর্তি ও সুনামকে ক্ষুন্ন করে।

২। এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২ এর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোন কর্মকান্ডে জড়িত থাকা যাবে না।

৩। কোন সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অথবা দলীয় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নিতে পারবে না।

৪। জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য দলীয় সিদ্ধান্ত অথবা অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অথবা গণমাধ্যমে দলীয় চেয়ারম্যান/ মহাসচিবের লিখিত অনুমতিছাড়া কোন বক্তব্য প্রদান করলে তা আচারণবিধি পরিপন্থী হিসাবে গণ্য হবে।

(খ) নির্দিষ্ট পদে থাকা সদস্যবৃন্দকে নিম্নলিখিত আচারণবিধি মেনে চলতে হবে।

১। দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকা যাবে না।

২। বর্ণবাদী আচরণ করা যাবে না, কোন ধর্মকে আঘাত করে বক্তব্য দেয়া যাবে না এবং জাতিগত অথবা লিঙ্গ বৈষম্য করা যাবে না।

৩। মাদকাসক্ত হওয়া যাবে না।

(গ) সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনঃ

১। কারন দর্শানো নোটিশ, আর্থিক জরিমানা, অব্যাহতি অথবা বহিষ্কারের মাধ্যমে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

২। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে না।

৩। কোন কমিটির সদ্যসের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিটি উপরস্থ যে কমিটির অধীনে তার অনুমোধন লাগবে।

৪। জেলা ও মহানগর কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্বে দলের মহাসচিবের অনুমোদন লাগবে।

৫। বহিষ্কার হলো সর্বোচ্চ সাংগঠনিক ব্যবস্থা যা এনডিএম এর চেয়ারম্যানের সম্মতিতে হতে হবে। (উপজেলা কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পর্যন্ত)।

৬। অন্য রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করলে এনডিএম থেকে তাৎক্ষনিক বহিষ্কার বলে গণ্য হবে। পুনরায় সদস্যপদ গ্রহন করতে হলে উচ্চ পরিষদের অনুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে- (ক) জেলা কমিটির সভাপতির সদস্যপদ গ্রহন ফির সমপরিমান অর্থ প্রদান (খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য ছাড়া পরবর্তী কাউন্সিল পর্যন্ত অন্য পদে থাকা যাবে না (গ) অন্তত একটি কাউন্সিলে কোন ভোট প্রদান ক্ষমতা থাকবে না (ঘ) অন্তত একটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হতে পারবে না।

৭। যেকোন সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল একমাত্র উচ্চ পরিষদে করা যাবে যেখানে যেকোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এনডিএম চেয়ারম্যানের ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১৬ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

(ক) জাতীয় কাউন্সিলে দুই-তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরদের উপস্থিতি এবং ভোটে এই গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে এবং সব কাউন্সিলদের এজন্য নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১. গঠনতন্ত্র সংশোধনের নোটিশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে হবে।

(খ) উচ্চ পরিষদের হাতে এই গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকবে।

১. এজন্য কোরাম হবে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে।

২. পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদন সাপেক্ষে তৎপর্যন্ত সংশোধিত অংশ কার্যকর থাকবে।

৩. সংশোধন বিষয়ে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা এনডিএম চেয়ারম্যানের থাকবে তবে জাতীয় কাউন্সিলে দুই-তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরদের উপস্থিতি এবং ভোটে তা পরিবর্তন করা যাবে।

৪. নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বা রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা পরিপন্থী কোন সংশোধন আনার ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদ এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে না।

(গ) এই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র উচ্চ পরিষদের থাকবে।

(ঘ) গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত উচ্চ পরিষদের যেকোন সিদ্ধান্তই পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে

জয় বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ!

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

॥ সদস্যপদের জন্য আবেদন ॥

মহাসচিব,

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

জনাব,

আমি ঃ_____

পিতা ঃ_____

মাতা ঃ_____

বর্তমান ঠিকানা ঃ_____

_____

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ_____থানাঃ_____

উপজেলাঃ_____জেলাঃ_____

সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ_____

পেশা (✓) ঃ চাকুরী ☐ ব্যবসা ☐ অন্যান্য ☐

জন্ম তারিখ ঃ_____ রক্তের গ্রুপ ঃ_____

মোবাইল ঃ_____ বাসা/অফিস ঃ_____

ই-মেইল (যদি থাকে) ঃ_____

পূর্বের সাংগঠনিক পরিচয় (যদি থাকে) ঃ _____

নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ _____

_____

সম্পূর্ণ স্বজ্ঞানে, জাতীয় স্বার্থে, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম এর রাজনৈতিক আদর্শ এবং ৪টি মূলনীতি (বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, স্বাধীনতার চেতনা এবং জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র) কে ধারণ করে দলে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি।

আমি আরও ঘোষনা করছি, সংবিধানের বর্ণিত লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে সম্পূর্ন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করবো, দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো এবং রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবো না।

স্বাক্ষর ঃ _____ সনাক্তকারীর নাম ঃ _____

নাম ঃ _____ ঠিকানা ঃ _____

জাতীয় পরিচয়পত্র নং ঃ _____ _____

মোবাইল নম্বর ঃ_____ মোবাইল নম্বর ঃ_____

ই-মেইল ঃ _____ ই-মেইল ঃ _____